দামুড়হুদায় মৎস্য চাষীদের মাঝে মাছের পোনা ও বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ

দামুড়হুদায় উত্তম ব্যবস্থাপনায় অফ ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছ চাষ প্রদর্শনীর জন্য মাছ চাষীদের মাঝে মাছের পোনা ও বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুর ২টার সময় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কোষাঘাটা ইউনিট চত্বরে আনুষ্ঠানিক ভাবে এসব উপকরণ বিতরণ করা হয়।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষক সংগঠন(সিআইজির) সভাপতি ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার মো সামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহকারি পরিচালক মোঃ কিতাব আলী।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য কর্মকর্তা এ বি এম আরমান হোসাইন, সহকারি মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ সুমন আলী ও কোষাঘাটা ইউনিটের ইউনিট ম্যানেজার মোঃ নাসির উদ্দিন সহ উপকারভোগীগণ। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত মৎস্য খাতের আওতায় দামুড়হুদা উপজেলায় পারকৃষ্ণপুর, মদনা, কার্পাসডাঙ্গা, কোষাঘাটা ও হিজলগাড়ি ইউনিটের মৎস্য চাষীদেরকে উত্তম ব্যবস্থাপনায় অফ ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছ চাষ প্রদর্শনীর আওতায় পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের পোনাসহ বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ, চুন,সার, মাছ ধরার জাল ও সবজি বীজ বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য বিতরণ

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য বিতরণ করা হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে পণ্য বিতরণ শুরু হয়। টিসিবির পণ্য বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন। সবাই ঠিক ঠাক মতো কার্ড হাতে পেলেও টাকার অভাবে অনেকই তুলতে পারেনি পণ্য। কমপক্ষে ২ দিন আগে কার্ড দেওয়ার দাবি করেছে টিসিবির সেবা গ্রহীতারা।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়নে প্রতিমাসের মতো এবারো মোট ২২০৬ জন টিসিবির কর্ডধারীর মাঝে কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। সবাই ঠিক ঠাক মতো কার্ড হাতে পেলেও অনেকই টাকার অভাবে টিসিবির পণ্য উত্তলন করতে পারেনি। টিসিবির কার্ড ধারী বেশ কয়েকজন সেবা গ্রহীতারা বলেন, আমরা তো গরিব মানুষ বলেই জননেত্রী শেখ হাসিনা’র মহৎ উদ্যোগে আমাদেরকে কার্ড দেওয়া হয়েছে। রাত্রে কার্ড হাতে পাচ্ছি, আর সকালে টিসিবির পণ্য তুলতে হচ্ছে। অন্তত কমপক্ষে দুই দিন আগে টিসিবির কার্ড আমাদের হাতে দেয়ার দাবি জানাচ্ছি। নিত্য প্রয়োজনীয় উর্ধগতির বর্তমান বাজারে আমরা এমনিতেই খুব কষ্টে আছি, আমাদের ঘরে কোন টাকা গচ্ছিত থাকেনা। আমরা দিন আনি দিন খাই, তাই টিসিবির পণ্য বিতরণের কমপক্ষে দুই দিন আগে যদি টিসিবির কার্ড আমরা হাতে পায় তাহলে খুব ভালো হতো। আগে থেকে কার্ড হাতে না পেলে আমাদের এই পণ্য তুলতে খুবই কষ্ট হয়। অনেক সময় নিজেরা টাকার অভাবে পণ্য তুলতে পারি না, তখন প্রতিবেশীদের সেই কার্ড দিয়ে দিতে হয়। দিনশেষে অনেকেই পণ্য উত্তোলন করতে পারেনি, ফলে সেসব পণ্য রয়েই গেছে। তাই প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা’র মহতী উদ্যোগকে সফল করতে অন্তত কমপক্ষে ২ দিন আগে টিসিবির কার্ড, সেবা গ্রহীতাদের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। না হলে এই মহতী উদ্যোগ ব্যাহত হতে পারে বলে মনে করেন সচেতন মহল।

এবিষয়ে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, টিসিবির পণ্য যেনো সবাই উত্তোলন করতে পারে এটাই আমাদের কাম্য। আগামী বার যখন টিসিবির পণ্য বিতরণ করা হবে তখন কমপক্ষে দুই দিন আগে টিসিবির সেবা গ্রহীতাদের কাছে কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে। কারো কোন অসুবিধা হোক এটা আমরা কোন সময় চাই না। আমরা চাই জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র এই মহতী উদ্যোগ

যেন কোনভাবেই বিনষ্ট না হয়।

দামুড়হুদার জয়রামপুর রেলস্টেশনে গণস্বাক্ষর অনুলিপি প্রদান

দামুড়হুদা থানার একমাত্র রেল স্টেশন জয়রামপুর রেল স্টেশন। এক কথায় বলা যায় চুয়াডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী রেলস্টেশন জয়রামপুর রেল স্টেশন। নকশী কাঁথা ২৫ এবং নকশি কাঁথা ২৬ ট্রেনটি খুলনা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে সরাসরি ঢাকার উদ্দেশ্যে নতুন যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে। এই নতুন রোডম্যাপে জয়রামপুর রেলস্টেশনে যাত্রা বিরতি তালিকা ভুক্ত না হওয়ায় এখানে যাত্রা বিরতি বন্ধ করা হয়েছে। জয়রামপুর রেল স্টেশনে নকশি কাথা ২৫ এবং ২৬ ট্রেনের যাত্রা বিরতি পুনর বহাল রাখার জন্য জয়রামপুর সহ আশেপাশে গ্রামের মানুষের গণস্বাক্ষর সহ অনুলিপি প্রদান করা হয় বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক এর কার্যালয় পাকশী।

বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক বলেন, জয়রামপুর রেল স্টেশন একটি কৃষি উদ্ভাসিত এলাকা এখানে প্রচুর পরিমাণ সবজি উৎপাদন হয় যা ট্রেনের মাধ্যমে দেশে বিভিন্ন স্থানে যায়। এ বিষয়ে আমাদেরকে অনেক আগেই অবগত করা হয়েছে, আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছি জয়রামপুর রেলস্টেশনে নকশী কাঁথা ২৫ এবং নকশী কাঁথা ২৬ ট্রেনটির যাত্রা বিরতি দেওয়ার জন্য।

এ বিষয়ে হাউলি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, জয়রামপুর স্টেশনে যদি নকশি কাথা ২৫ এবং নকশি কাথা ২৬ ট্রেনটি যাত্রা বিরতি না করে তাহলে কৃষির ওপরে বড় ধরনের প্রভাব পড়বে এতে কৃষক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সবজি সহ কাঁচামালের দাম কমতে থাকবে যা কৃষিতে ভয়ানক ক্ষতি বয়ে আনতে পারে।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে ট্রেনের যাত্রা বিরতি বহাল রাখার জন্য এলাকাবাসী মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর রেলস্টেশন এর নকশি কাঁথা মেইল ট্রেনের যাত্রা বিরতি পুনরায় বহাল রাখার জন্য মানববন্ধন করেন জয়রামপুর গ্রামসহ আশেপাশের গ্রামের সাধারণ মানুষ। প্রতিনিধিত্ব করেছেন জয়রামপুর মানব কল্যাণ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মিলন মাহমুদ ও সেনা সদস্য লাজিব সিদ্দিক। আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে চারটায় জয়রামপুর স্টেশন প্ল্যাটফর্মে এই মানববন্ধন করা হয়।

বাংলাদেশের প্রথম রেল যোগাযোগ স্থাপন হয় দর্শনা থেকে জগতি। ১৮৬২ সাল থেকে দর্শনা থেকে জগতি রেল যোগাযোগের প্রথম হলেও এলাকার মানুষের দাবি জয়রামপুর প্রথম স্টেশন। চুয়াডাঙ্গা জেলার ঐতিহ্যবাহী কৃষি পণ্যবাহী প্রথম স্টেশন নামে খ্যাত জয়রামপুর রেলস্টেশন। এই ঐতিহ্যবাহী রেল স্টেশনে আন্তঃনগর ট্রেন যাত্রা বিরতি না থাকলেও মেইল ট্রেনগুলো যাত্রা বিরতি করত। জয়রামপুর থেকে কৃষি পণ্য ঢাকা খুলনা রাজশাহী বিভিন্ন এলাকায় বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাওয়ার প্রধান বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতো নকশি কাঁথা মেইল ট্রেন।

সেই নির্ভরযোগ্য একমাত্র মেইল ট্রেন আজ জয়রামপুর স্টেশনে যাত্রা বিরতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছে। জয়রামপুর গ্রামের ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে আসার মূল তালিকাসক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে জয়রামপুর রেলস্টেশন।বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বড় প্রকল্পের একটি হলো পদ্মা সেতু প্রকল্প। পদ্মা সেতু রেল যোগাযোগের মধ্য দিয়ে ঢাকা খুলনা যোগাযোগ এর নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।সেই ধারাবাহিকতায় খুলনা,দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, মুন্সিগঞ্জ, পোড়াদহ, কুষ্টিয়া, হয়ে ফরিদপুর ভাঙ্গা দিয়ে নকশী কাঁথা মেইল ট্রেনের নতুন রোডম্যাপ তৈরি হয়েছে।নতুন রোডম্যাপে জয়রামপুর স্টেশনে নকশি কাঁথা মেইল ট্রেন ২৫ ও নকশি কাঁথা মেইল ট্রেন ২৬এর যাত্রা বিরতি বন্ধ করে দেয়া

হয়েছে।জয়রামপুর স্টেশন চুয়াডাঙ্গা জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী রেলস্টেশন। দামুড়হুদা থানার একমাত্র স্টেশন। সেই ঐতিহ্যবাহী স্টেশন অন্ধকারে নেমে যাচ্ছে। একটি রেল স্টেশনের ঐতিহ্য ও আলো ফিরিয়ে আনতে এলাকাবাসী মানববন্ধনের আয়োজন করে।

এ সময় জয়রামপুর স্টেশন প্রাঙ্গন আমাদের দাবি আমাদের দাবি স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে জয়রামপুর স্টেশন প্ল্যাটফর্ম। জয়রামপুর স্টেশন থেকে কৃষি পণ্য ও যাত্রী উঠানামা করে জয়রামপুর উক্ত চাঁদপুর দিননাথপুর নেহালপুর ডুগডুগি তারিনীপুর লোকনাথপুর দামুড়হুদা সহ আরো অনেক গ্রামের মানুষ। এ বিষয়ে স্থানীয়দের কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন জয়রামপুর স্টেশন কৃষি নির্ভর স্টেশন। জয়রামপুর এলাকাটা একটি কৃষি অধ্যুষিত এলাকা। এখানে প্রচুর পরিমাণ সবজি চাষ হয়। নকশী কাঁথা মেইল ট্রেনের মধ্য দিয়ে জয়রামপুরসহ আশেপাশে গ্রামের সবজি কুষ্টিয়া কুমারখালী রাজবাড়ী খুলনা দৌলতপুর যশোর ইত্যাদি স্থানে বিক্রয়ের জন্য নেয়া হয়।

জয়রামপুর সহ আশেপাশের গ্রামের মানুষের প্রাণের দাবি অবিলম্বে নকশি কাঁথা ২৫ নকশি কাঁথা ২৬ মেইল ট্রেনের যাত্রা বিরতি পুনর বহাল রাখতে হবে। নকশিকাঁথা আপ-ডাউন স্টপেজ চালু করতে হবে, ট্রেন আমাদের পূর্ব-পুরুষদের দীর্ঘ ইতিহাস।ট্রেন আমাদের স্পন্ধন, আমাদের কবিতা, আমাদের গল্প। পড়া-লেখা,রুটি-রুজি,অফিস-আদালত,কৃষি,বানিজ্য আমাদের সব কিছু। ব্রিটিশ-ভারত বাংলার সর্বপ্রথম প্রবেশের অংশ জয়রামপুর স্টেশন।
আমরা আমাদের বুকের উপর ট্রেন পরিচালনা করেছি।আমাদের ভূমি দিয়ে ট্রেন গড়েছি।
আপনারা আমাদেরকে মারবেননা।আমরা আমাদের ক্ষুদা-দরিদ্র আর্ত পেটের উপরদিয়ে ট্রেন চলতে দিতে পারিনা।

মানববন্ধন কারিরা আরো বলেন, স্টেশনের সকল কার্যক্রম চালু করতে হবে, আউট সিগন্যাল কেবিন চালু করতে হবে, রেলকোয়াটার পুরায় চালু করতে হবে।

নব্বইয়ের দশকের সকল ট্রেন ও মালবাহি সেবা চালু করতে হবে।জয়রামপুর স্টেশনে সকল লোকালট্রেন স্টপেজ বলবৎ রেখে যেকোন একটি ঢাকাগামী একটি রাজশাহী ও একটি সান্তাহার গামী আন্তনগর ট্রেন স্টপিজ দিতে হবে। ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য রেলপুলিশ ফাড়ি স্হাপন করতে হবে।

এ বিষয়ে স্থানীয় ব্যক্তি হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন দামুড়হুদা থানার একমাত্র ঐতিহ্যবাহী রেলস্টেশন জয়রামপুর জয়রামপুরসহ আশেপাশের গ্রামে খেটে খাওয়া দিনমজুর মানুষের বসবাস তাদের চলাচলের একমাত্র বহন হলো এই লোকাল ট্রেন। এই লোকাল ট্রেনের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্ভর করে। অসুস্থ মানুষ এখান থেকে চিকিৎসা নিতে যাই যাতে তাদের যাতায়াত খরচটা কম হয়। কৃষি পণ্য বহন করে খরচ কমানোর জন্য। এই ট্রেনটি যদি এখানে না থামে তাহলে তাদের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে । এজন্য রেল মন্ত্রণালয় এর কাছে আমাদের দাবি অবিলম্বে জয়রামপুর রেলস্টেশনের লোকবল নিয়োগ এর মাধ্যমে আবারও এই স্টেশনটাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

দামুড়হুদায় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কেক কেটে জম্মদিন পালন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার দিকে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবীরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির, বিশেষ অতিথি দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলি, সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফ ও থানা শ্রমিক লীগের সভাপতি আব্দুর কাদির উপস্থিত থেকে এই কেক কাটা হয়।

এ সময় অতিথিরা বলেন, চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকা জম্মলগ্ন থেকে বস্তুনিষ্ঠা সংবাদ পরিবেশন করে আসছে।দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকা একটি পরিছন্ন পত্রিকা। আমরা যতটুকু জানি এই পত্রিকার মান অনেক ভালো। এই পত্রিকা উওর উওর

সমৃদ্ধি হোক ও আরো ভালো ভালো সংবাদ পরিবেশন করুন এ প্রত্যশা করি।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হবি, সিনিয়র সহসভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ,সিনিয়র সাংবাদিক তাছির আহাম্মেদ,জাহিদুল ইসলাম মুকুল, এস এম সুজন, রকিবুল হাসান তোতা, মশিউর রহমান, হেলাল উদ্দিন সহ সাংবাদিকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার দামুড়হুদা ব্যুরো প্রধান মোজাম্মেল শিশির।

দামুড়হুদায় বিশ্ব এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিস্ট্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ পালিত

“সকলে মিলে বিশ্ব এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিস্ট্যান্স প্রতিরোধ করি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলার প্রাণিসম্পদ ও দামুড়হুদা ভেটেনারি হাসপাতালের আয়োজনে বিশ্ব এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিস্ট্যান্স পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় উপজেলার প্রাণিসম্পদ অফিসের হলরুমে কৃষিবিদ নীলিমা আক্তার হ্যাপীর সভাপতিত্বে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ভেটিনারী সার্জন ডাঃ নাজমুল হাসান শাওন, ডাঃ বনানী আক্তার প্রাণিস্পদ সম্পাসারন কর্মকর্তা (এলডিডিপি), দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের এল এস পি রফিকুল, জুড়ানপুর ইউনিয়নের এলএসপি সাদিক হাসান, নতিপোতা ইউনিয়নের এলএসপি ছানোয়ার হোসেন, নাটদাহ ইউনিয়নের এলএসপি

নুরজামাল হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের এলএসপি বিল্লাল হোসেন, কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের এলএসপি ওয়ায়েছ কুরুনী পারকৃষ্টপুর মদনা ইউনিয়নের এলএসপি তাফহিমুর রহমান হাউলী ইউনিয়নের এলএসপি শাজাহান আলী। কৃত্রিম প্রজনন কর্মী বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধি বৃন্দ।

দামুড়হুদায় পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উপলক্ষে এ্যাডভোকেসি সভা

দামুড়হুদায় পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উপলক্ষে এ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভা কক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের আয়োজনে সভাটিতে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হেলেনা আক্তার।

নিরাপদ মাতৃত্ব পরিকল্পিত পরিবার, স্মার্ট বাংলাদেশ হোক আমাদের অঙ্গিকার স্লোগানে এ্যাডভোকেসি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট কনসালটেন্ট ডা. মো ফজলুল হক।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. ফারহানা ওয়াহিদ, দামুড়হুদা উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জেল হক, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুণ অর রশিদ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সাইফুন নাহার, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান।

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী হোসনে মোবারক শিলনের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক জামশেদ আলী।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী পরিবার পরিকল্পনা সহকারী মনোয়ারা বেগম দর্শনা পৌর শাখার সহকারী মেডিকেল অফিসার ফরিদা পারভীন,পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক শাহিন আক্তার, দর্শনা পরিবার কল্যাণ সহকারী খাদিজা খাতুন, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা সেলিনা খাতুন প্রমুখ।

দামুড়হুদায় ইজিবাইক চালককে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে ইজিবাইক চুরি

দামুড়হুদায় ইজিবাইক চালককে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে ইজিবাইক চুরির ঘটনা ঘটেছে। অবচেতন অবস্থায় ইজিবাইক চালক কে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে স্থানীয়রা। ইজিবাইক চালক হৃদয় জীবননগর উপজেলার রায়পুর গ্রামের আঃ রব মুন্সির ছেলে। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, গতকাল শনিবার সকালে জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়ীয়া বাজার এলাকা থেকে অজ্ঞাত দুজন ব্যক্তি ইজিবাইক চালক হৃদয়ের ইজিবাইক ভাড়া করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যায়। সেখান থেকে আবার দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসে তারা।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইজিবাইকটি রেখে তারা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পিছনে গিয়ে ইজিবাইক চালক কে বিস্কুট ও পানির সাথে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে ইজিবাইকটি চুরি করে নিয়ে যায়। কিছু সময়পর স্থানীয়রা ইজিবাইক চালক কে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। বিকেলে পরিবারের লোকজন খবরপেয়ে তাকে বাড়িতে নিয়ে যায়।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির বলেন, ঘটনাটি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। এঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। লিখিত অভিযোগ

পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদার বিভিন্ন ইউনিয়নে সড়ক ও মসজিদ নির্মান কাজের উদ্ধোধন

দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৭টি সড়ক নির্মান কাজ ও একটি মসজিদ নির্মান কাজে উদ্ধোধন করেছেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

গতকাল বুধবার দিনভর তিনি নাটুদহ ইউনিয়ের চন্দ্রদাস কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ের হুদাপাড়া নতিপোতা,ইউনিয়ের ভগিরাতপুর জুড়ানপুর, ইউনিয়ের দলীয়ারপুর, গোকুল খালী, লক্ষিপুর হাট এবং দামুড়হুদা ইউনিয়ের পুরাতন বাস্তপুরে ৩ কোটি ২৯ লাখ টাকা ব্যায়ে ৭টি সড়ক নির্মান কাজের ও ডিসি ইকো পার্কে মসজিদ নির্মান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

উদ্ধোধনকালে হাজী আলী আজগার টগর বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের রুপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের স্বর্ন শেখরে। জাতির জনকের স্বপ্ন পৃরনে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। অবহেলিত এই জনপদের উন্নয়ন হয়েছে চোখে পড়ার মত।সারা বাংলাদেশসহ আমাদের এলাকায় রাস্তা ব্রীজ,কালভার্ট স্কুল, কলেজ,মাদ্রাসা মসজিদ, মন্দিরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্টানে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এ সব উন্নয়ন দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছে বিএনপি-জামাত,তারা অহেতুক অরাজকতা সৃষ্টি করে নির্বাচন বানচালসহ ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের পায়তারা করছে। একাত্তরের পরাজিত শক্তি জামাত ও বিএনপি যতই অরাজকতা সৃষ্টি করুক না কেন এদেশের জনগন তা শক্তহাতে প্রতিহত করবে।তাই আসুন দেশের উন্নয়ন অব্যহত রাখতে বিরোধী দলের অপশক্তিকে রুখে দিতে আবারো নৌকায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনা সরকার গঠনে সহায়তা করি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর

বাবু , দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা,কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম,দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন,দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট।

দামুড়হুদায় খেজুর গাছের রস আহরণ শেষে তৈরি হচ্ছে গুড়

পারদর্শী গাছিদের নিপুণ হাতের ছোঁয়াতে ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে গাছের পরিচর্যা। সম্পন্ন হয়েছে সকল প্রস্তুতি। ফলে দামুড়হুদায় বিভিন্ন গ্রামের গাছিরা গাছে গাছে ভাঁড় পেতেছেন সুমিষ্ট স্বাদের রস আহরণ শেষে গুড় তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন উপজেলার গাছিরা।বৈচিত্র্যময় ছয় ঋতুর দেশ আামদের বাংলাদেশ।দেশের ঋতু গুলোর রয়েছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য । আর এ ঋতু বৈচিত্র্যের পরিবর্তনের জন্য রাতের শেষে জানান দিচ্ছে শীত।

দক্ষিণ – পশ্চিমাঞ্চলের প্রকৃতিতে বইতে শুরু হয়েছে শীতের আগমনী বার্তা।শিশির ভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশায় প্রস্তুত হচ্ছেন শীত। প্রকৃতি সেজেছে অনিন্দ্য সুন্দর রূপে। প্রাম- বাংলার ঐতিহ্যবাহী অবহেলিত এ খেজুর গাছগুলোকে নতুনরূপে সাজিয়ে তোলার প্রস্তুতি শেরে গাছ থেকে খেজুরের সুমিষ্ট স্বাদের রস আহরণের প্রস্তুতিতে দামুড়হুদায় গাছিরা ।ইতিমধ্যেই উপজেলার সকল গ্রামের গাছিরা হাতে দা কোমরে দড়ি ও হাতের নিপুণ ছোয়াতে গাছ চাঁচাছোলা আর নলি বসানোর কাজ করে পরিচর্যা শেষ করেছেন। গাছের সকল পরিচর্যা আর প্রস্তুতি সম্পন্ন শেষে বর্তমান দামুড়হুদা উপজেলায় বেশ কিছু এলাকায় চলছে গাছ থেকে রস আহরণ করার পর তা জ্বলিায়ে গুড় তৈরির পালা।

শীতের দিন মানেই গ্রামীণ জনপদের মানুষের মাঝে খেজুর রস আর রস থেকে তার গুড়ের মৌ মৌ গন্ধ। শীতের সকালে খেজুরের তাজা রস যে

কতটুকু তৃপ্তির তা বলে বোঝানো যাবে না। পাড়ায় পাড়ায় খেজুর রসের পিঠা এবং পায়েসতো খুবই মজাদার।কিছু কিছু গ্রামে রস সংগ্রহ আহরণ শুরু করে গুড় প্রস্তত করা হয়েছে। আর ক’একদিন পরই সংগ্রহ করা হবে রস, রস থেকে শুরু হবে পাটালি ও গুড় তৈরির পর্ব চলবে ফ্লাল্গুন মাস অবধি। চুয়াডাঙ্গা জেলার রস ও গুড়ের সুনাম অর্জন রয়েছেন দেশব্যাপী।

হেমন্তের প্রথমে দামুড়হুদা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গুড়ের হাট জয়রামপুর ষ্টেশন বাজার ও সরোজগঞ্জ বাজার সহ বিভিন্ন স্থানে গাছিরা তাদের গুড় নিয়ে আসবেন বাজারে বিক্রি করতে।এসকল গুড়ের হাট থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানের গুড় ব্যবসায়ীরা পাইকারি দরে গুড় কিনে ট্রাক,আলামসাধুর মাধ্যমে চলে যাবেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, জেলার চারটি উপজেলার মোট ২ লাখ ৪৮ হজার ৯৬০ টি খেজুর গাছ রয়েছে।এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৯৩ হাজর ৪৫০, আলমডাঙ্গায় ৩৫ হাজার ৩১০ টি, দামুড়হুদা উপজেলার ৮৩ হাজর ও জীবননগর উপজেলার ৩৬ হাজর ৫০০ টি খেজুর গাছ রয়েছে। জেলা থেকে এ বছরে ২ হাজর ৫০০ মেট্রিক টন গুড় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, যা অর্জনে আশাবাদী। এ জেলার গুড় সুস্বাদু হওয়ার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেয়ে থাকেন।

যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের “মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা মোঃ মাসুম আব্দুল্লাহ’র সাথে কথা বললে তিনি বলেন,গাছিদের গাছ কাটার কাজটি একটি শিল্প। এ জন্য শীত মৌসুমে আসার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ গাছিদের কদর বেড়ে যায় ।এ গাছের রস গুড়ের ঐতিহ্য ধরে রাখতে খেজুর গাছ রক্ষাসহ নতুনভাবে রোপণের উদ্যোগ নেয়া জরুরি। তিনি আরো বলেন, আমাদের বাংলাদেশে পরিকল্পিত ভাবে খেজুর গাছ রোপন ও সংরক্ষণের দরকার। কারণ এ গাছটি অন্যান্য গাছের তুলনায় অধিক গুরুত্ব বহন করেন, অর্থনৈতিক ভাবে বিশেষ ভূমিাক পালন করে চলেন।তাছাড়া খেজুরের ঐতিহ্য ধরে রাখতে দেশি চারার পাশাপাশি বিদেশি চারাও রোপন করা প্রয়োজন। তবে বর্তমান দেশের বিভিন্ন স্থানে খেজুরের জন্য বিদেশি গাছ লাগানো হচ্ছে।